৩. সুপারিশঃ

- মৎস্যজীবি শব্দকে ৩.১ অনুচ্ছেদ ('জেলে' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহার পূর্বক সারা বৎসর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে), 'জেলে' শব্দকে জেন্ডার-সমতায় আনার জন্য 'নারী' ও 'পুরুষ' মৎস্যজীবি শব্দকে অর্ন্তভূক্ত করা যেহেতু দেখা যায় অধিকাংশ নারী মৎস্যজীবিরা বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের কারনে পরিচয়পত্র পায় না বা ভোগান্তির শিকার হয়।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এ মৎস্যজীবিদের জন্য আইন স্পষ্ট করা গেলে মৎস্যজীবিদের শ্রমিক হিসেবে যথাযথ সহযোগিতা করা যাবে।
- জেলে নিবন্ধন করার জন্য মাঠ পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।
- নারী জেলেদের নিয়ে 'মহিলা/নারী' শব্দ ব্যবহার করে সমবায় সমিতি নিবন্ধন করার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন।
- মৎস্যজীবি পরিবারের নারীরা সমুদ্রে গিয়ে মৎস্য শিকার এবং বিক্রয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত নয় তবে তাদের অধিকাংশ মাছ কাটা ও বাছাইকরণ করে। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাটা ও বাছাইকরণকে 'মৎস্যজীবি' পেশা হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা তা বিবেচনা করে দেখা।
- নারী মৎস্যজীবিদের স্বাস্থ্যগত ও সুরক্ষা ঝুঁকি নিরসনে উপকূল অঞ্চলে মৎস্য অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা।
- জেলে নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ কার্যক্রম সকল উপজেলায় চলমান করার উদ্যোগ নেয়া।

নারী মৎস্যজীবিদের জন্য
নীতি পর্যালোচনা

মৎস্যজীবি নারীর অবদান
স্বীকৃত হোক সমান সমান

বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

প্রকাশনাটি তৈরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন। এই প্রকাশনাটিতে প্রকাশিত তথ্যবলীর দায়ভার একান্তই বাদাবন সংঘের নারী মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রকল্পের এবং তা কোনোভাবেই কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না।

নারী মৎস্যজীবিদের জন্য নীতি পর্যালোচনা

১. নীতিগত বিশ্লেষণঃ

মৎস্যজীবিদের অধিকারকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার 'জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines) ২০১৯' তৈরি করে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে জেলে নিবন্ধন ও নিবন্ধিত জেলেদের সুরক্ষা কর্মসূচীর সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সরকার সরকারী জলমহাল বন্দোবস্তর জন্য 'জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯' (নংভূঃমঃ/শা-৭/বিবিধজেল/০২/২০০৯-১৯১) নীতিমালা ২০০১' প্রণনয় করে। উভয় নীতিমালাই মৎস্যজীবিদের জীবনযাত্রায় ভূমিকা রাখে। নীতিমালা অনুসারে নারী ও পুরুষ উভয়েই জেলে হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯ অনুসারে (সেপ্টেম্বর ২০২০সন পর্যন্ত সংশোধিত) (৩.০ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞার্থ বলা হয় যে, ৩.১) 'জেলে' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহারপূর্বক সারা বৎসর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

উপরোক্ত নির্দেশিকায় মৎস্য অধিদপ্তর হতে কার্ডধারী হবার জন্য কোনো ধরনের নারী ও পুরুষের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না। বরং পেশাগতভাবে শব্দটির ব্যবহার নারীদের অর্ন্তভূক্ত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। কারন নারীরা স্থানীয় হাওড়, বাওড় ও অন্যান্য জলাশয় হতে মৎস্য আহরণে তুলনামূলক বেশি দক্ষ।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ নীতির ২(ক) ধারার প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মৎস্য শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি বলে গণ্য হবেন। একই নীতিমালার ২(খ) স্পষ্টত বলা হয় যে, প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনায় বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

লক্ষনীয় যে, প্রকৃত মৎস্যজীবি জেলে হিসেবে কার্ডধারী না হলে তারা মৎস্যজীবি সংগঠন সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হতে পারে না।

২. নারী ও পুরুষ মৎস্যজীবীদের বৈষম্যঃ

বাদাবন সংঘ 'মৎস্যজীবিদের অধিকার' বিশেষ করে নারী মৎস্যজীবিদের বিভিন্ন দাবী ও চাহিদা নিয়ে কাজ করে। বাদাবন সংঘ তিনটি উপকূলীয় এলাকায় ৩০০ জন নারী ও পুরুষ মৎস্যজীবিদের সাথে সরাসরি সভা করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত তথ্যে নারী মৎস্যজীবিদের বঞ্চনা পরিলক্ষিত হয়।

- ৪% নারী কার্ডধারী যেখানে ৯৬% পুরুষ কার্ডধারী; ৯৩% নারী জেলে স্বাস্থ্যগতভাবে অসুস্থ এবং কোনো ধরণের বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা পায় না;
- কার্ডধারী ও যারা কার্ড পাননি- বেশীরভাগই নারীই অসচেতন, ফলে কিভাবে জেলে কার্ডের জন্য আবেদন করতে হয়- তা জানেন না;
- ৪০% বিধবা বা একক আয়কর্তা নারীদের প্রতিনিয়ত হিমসিম খেতে হয় মৎস্য আহরণ করতে;
- ২৫% নারী সামাজিক সুবিধা কর্মসূচীতে অর্ন্তভুক্ত, ১০০% নারীই দাদন ব্যবসায়ীদের নিকট হতে দাদন নেয়;
- ৪০% নারী বিধবা বা একক আয়কর্তা হিসেবে আছেন;
- ২% নারী বিগত ১ বছরে যে কোনো ধরণের স্কিমের সুবিধা পেয়েছে;
- ৯৮% নারী ও পুরুষ মৎস্যজীবি কোনো না কোনো এনজিও 'র সমিতির সাথে যুক্ত;
- ৯৩% নারী জেলে স্বাস্থ্যগতভাবে অসুস্থ থাকেন এবং যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা পায় না;
- উপকূল অঞ্চলে পানির লবনাক্ততার কারনে নারীদের বঞ্চনা অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। নারী জেলেরা লবনাক্ত পানিতে অনেক সময় ব্যয় করে, প্রায়শই তারা বিভিন্ন অসুস্থতায় ভোগেন;
- নারী সমুদ্রে গিয়ে মৎস্য শিকার এবং বিক্রয়ের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়। তবে অধিকাংশ মাছ কাটা ও বাছাইকরণ কাজে যুক্ত।